বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

আলো ও আগুন

চাবুক ছিল পিঠে, আমার পেটে তোমার লাথি
বৃষ্টি ধোয়া গঞ্জে, গায়ে ছিল না বর্ষাতি

ছিল না তো কেমন করে পেরিয়ে এলেম পথ
কেমন করে এলাম যদি ছিল না বর্ষাতি?
আকাশ থেকে শেষ তারাটা খসে পড়ল দেখে
জানিয়ে নিয়েছিলাম আমার প্রথম তারাবাতি।

শ্রীজাত

ভুল ঠিকানা

ঠাণ্ডা শহর, ঠাণ্ডা তোমার গল্প বলা
এক পা খালি, অন্য পায়ে উলের মোজা

রেস্তরাঁ, আড্ডা, আসর, জমজমাটি
কফির কাপে কথায় মারি রাজা-উজির

এক পা খালি, অন্য পায়ে ভুল ঠিকানা,
রাত কেটে যায় নিজের বাড়ির রাস্তা খুঁজে...

মিতুল দত্ত

উইকএন্ড

সম্পর্ক আসলে এক বেড়াতে যাবার সম্ভাবনা
দূর পাহাড়ের দেশে, যেখানে কুয়াশা ঘন আরও
সম্পর্ক আসলে এক সারাদিন ছিপ ফেলে রাখা
গভীর জলের কাছে, গভীর মাছের দুরাশায়

তুমি যা জেনেছ, তার বেশি আমিও ভাবিনি
আমিও পারিনি এত দ্বিধাহীন হয়ে বেঁচে থাকা
এই দ্বিধা, সন্দেহের দোলাচল সম্পর্ক আমার
থাকা না-থাকার তীরে থেমে আছে পারাপারহীন

কোথাও থাকার কথা, কোথাও যাওয়ার কথা ছিল
যখন ভোরের ট্রেন ফিরে যায় গোধূলিতাড়িত
যখন আরোগ্য মেখে মিশে যায় ক্ষুধা ও পশম
সমস্ত জরুরি কথা দাঁত থেকে উঠে আসে দাঁতে

সম্পর্ক আসলে সেই তেরাত্রি-পোহানো হত্যালিপি

শোভন ভট্টাচার্য

বসন্তে এবার

বসন্তে এ বার, এক প্রেমিকের মৃত্যু ইচ্ছা হলো প্রকাশিত;
বইমেলার হাটে, সেই পুকুর সংলগ্ন খোলামাঠে, গাছতলায়
আমি চাইছিলাম মৃদু, উদাসীন উত্তরণ চলায়-বলায়;
তাৎক্ষণিক ভালোমন্দে মন যেন বিচলিত না হয়, ভাবিত।

বাংলা-বাজারের গল্প ভুলে গিয়ে চলে গেছি পলাশ পার্বণ;
জঙ্গলে, তাঁবুতে ঘুম ভেঙে উল্টে দেখি চাঁদ, তখনও মাঝরাত,
নাচনীয় সভায়, ঐ ঝুমুরে মাদল ঠেকা দিল কার হাত?
পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠলো বাঁশ দলে উঠলো কার দেহমন?

বসন্তে এবার সত্যি একটা কোকিলের ডাকে উঠেছি ভোরবেলা;
দেখেছি পাহাড়দেশ পলাশের লেলিহান নেশায় রক্তিম;
দূরের পর্বতশ্রেণী অনার্য শিবের ধ্যানে মগ্নে, খায় ঝিম
আমারও কেমন অতি অকস্মাৎ মনে হ'লো আমি ওর চেলা।

বসন্তে এবার এক কাজল, করুণাময়ী কন্যা এসে বললো
তাকাও আমার দিকে, আমাদের, বয়স অনেক হতে চললো...

অভিজিৎ পালচৌধুরী

স্মৃতি

তোমার স্মৃতিতে জানি বিশুদ্ধ অরণ্য আছে, দূষণবিহীন
হয়ত কুয়াশা আছে শুকনো পাতায় ঘেরা শীতের সকাল
পাখির বৃত্তেরা সব গাছের পাতার ফাঁকে মেঘ হয়ে যায়
তুমি একা বসে থাকো, অচেনা অরণ্যে যেন বোবা পর্যটক

সেখানে পথের পাশে শুয়ে থাকে কোনো রাস্তা, গন্তব্যহীন
নিজেরা গল্পের ছলে হেসে ওঠে, খেলা করে বালকের মতো
বাতাসেরা গান গায়, ঝরা পাতা সেই গান মন দিয়ে শোনে
তুমিও শুনতে পাও, আবছা গানের সুর, পাতার নিঃশ্বাস।

তোমার স্মৃতিতে জানি বিশুদ্ধ সমুদ্র আছে দূষণবিহীন
মাছেরা সাঁতার কাটে, খেলা করে ছোটো ছোটো কচ্ছপের সাথে
দেওয়ালে আশ্চর্য ছবি, যেন কোনো চিত্রকর ছবি এঁকে গ্যাছে
ছবি নাকি ইতিহাস...! লেখা থাকে ইতিহাস জলের গভীরে?

ডুবন্ত জাহাজে ক'রে কোনোদিন গিয়েছিলে সমুদ্র-অরণ্যে
সেই স্মৃতি ভালোবেসে, আজও তুমি বেঁচে আছো তোমার নির্জনে
এসব পুণ্যের ঋণ, কার কাছে শোধ হবে, বলো কার কাছে
সবই কি আমায় দেবে, এই মনস্থ করলে শীতের সকালে।